১৪

পিজিআইএস ব্যবহারকারী, সহায়তাকারী, প্রযুক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম এবং গবেষকদের জন্য প্রায়োগিক নীতিমালা

গিয়াকোমো রামবালাদি,রবার্ট চেম্বার্স, মাইক ম্যাককল এবং জেফারসন ফক্স

সূচনা

ক্ষমতা এবং অংশগ্রহনে বিশ্বায়নে তথ্য ব্যবহারের গুরুর্ত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৮ সালে ডারহামে ভৌগলিকেরা একটি কর্মশালা আয়োজন করেন। প্রকাশিতব্য এবং বহুল উদ্ধৃত **"অংশগ্রহণমূলক জি.আই.এস.ঃ সুযোগ নাকি বাক্যালংকার?" ('Participatory GIS: opportunity or oxymoron?')** (বেট- ১৯৯৯) প্রবন্ধে স্থানীয় জ্ঞানের বৈধ জিম্মাদার/রক্ষকদের পুরো প্রক্রিয়া ও ফলাফলের উপর পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রনাধিকার ব্যাতীত এলাকা নিদিষ্ট স্থানীয় জ্ঞান প্রকাশের এবং জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্য উপস্থাপনের
অন্তর্নিহিত ঝুকি সম্পর্কে আলোকপাত করে সতর্ক করেন।

পরবর্তীকালে, বিশেষায়িত তথ্যপ্রযুক্তি (Spatial Information Technology) **এ**বং উপাত্তে বৃহত্তর জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী, গবেষক মহল এবং সমাজ কর্মীগণ একটি সমন্বিত এপ্রোচ ও পদ্ধতিমালা পরীক্ষা ও বিকাশ করেছেন যার ফলে অনেক নতুন ধারা তৈরি হয়েছে যে গুলো বর্তমানে কথিত অংশগ্রহনমূলক জি.আই.এস (পি.জি.আই.এস.) রীতি নামে অভিহিত।

পি.জি.আই.এস. এর মূল নিহিত রয়েছে পার্টি সিপেটরী লারনিং এন্ড অ্যাকশন (পি.এল.এ) এবং পার্টিসিপেটরী রুরাল এপ্রাইসালে। পি.জি.আই.এস. যে বিষয়গুলোকে সমন্বিত করে সেগুলো হলো- অংশগ্রহণ মূলক মানচিত্র প্রণয়ন, মানচিত্র প্রনয়ণ প্রত্যক্ষকরণ, বিশেষায়িত যোগাযোগ প্রযুক্তি (এস,আই,টি), বিশেষায়িত শিক্ষণ, কমিউনিকেশন ও এডভোকেসি। পি.জি.আই.এস. এর অনুশীলন অনেকগুলো ধারায় হয়ে থাকে যা নানাবিধ উত্তেজনাকর অবস্থা সৃষ্টি করে এবং মুখোমুখি অবস্থানে নিয়ে আসে; যেমন- বিভিন্ন ফ্যাক্টর সমূহের মাঝে সাম্যাবস্থা এবং দ্বন্দ্ব- গুনাগুনের বিপরীতে বিস্তার,মানের বিপরীতে সৃষ্টিশীলতা, গতির বিপরীতে গুনাগুন, দাতা ও গ্রহীতার অতিউৎসাহ এবং অবমুক্ত করণ প্রক্রিয়ার বিপরীতে যাদের ক্ষমতায়ন হওয়া প্রয়োজন তাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন।

ফক্স এবং অন্যান্যরা (২০০৫) এশিয়াতে দু'বছর অংশগ্রহণ মূলক মানচিত্র প্রনয়ণ প্রকল্পগুলোর উপর গবেষণার উপসংহারে বলেছেন যে- "এসআইটি ভূমি এবং সম্পদ, ভৌগলিক জ্ঞানের অর্থ, মানচিত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বৈধ পেশাজীবীদের কর্মকৌশল এবং শেষার্থে 'স্পেস' বা পরিসরের প্রকৃত অর্থ ইত্যাদি বিষয়ের ডিসকোর্স কে রূপান্তরিত করে।"

এই প্রবন্ধে আরো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, "যেসব কমিউনিটির মানচিত্র নেই তারা প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে, যেহেতু অধিকার এবং ক্ষমতা ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বিশেষ প্রত্যয়ে কাঠামোকৃত হয়।" (ফক্স, ২০০৫:৭) এবং এখানে সমালোচনামূলক উপসংহারে বলা হয়েছে যে, মানচিত্র প্রণয়ন প্রয়োজনে পরিনত হয়েছে, যেহেতু মানচিত্রে উপস্থাপিত হতে না পারার সাথে অস্তিত্ব প্রমানের ব্যার্থতা এবং ভূমি ও সম্পদের মালিকানা না থাকা সম্পর্কিত। সামগ্রিকভাবে, আমাদের কর্মকান্ডের অভিপ্রেত এবং অনভিপ্রেত ফলের সমন্বিত উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে মানচিত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুস্পষ্টতা বিকাশের প্রয়োজনে এই বিষয়টিকে কাঠামোকৃত করতে হবে (ফক্স এবং অন্যান্যরা ২০০৫)। যেমন- অলউইন ওয়ারেন (২০০৪) একে বলেছেন "মানচিত্র সমুহ কে [.....] রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করা যায় না। কারণ এই প্রেক্ষাপটেই এগুলো ব্যবহৃত হয়।"

নব্বই এর দশকে পার্টিসিপেটরী রুরাল এপ্রাইজাল (পি.আর.এ.) অত্যান্ত ক্ষিপ্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত ব্যপকভাবে অপব্যবহারের শিকার হয়- নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে দাতা ও ঋণ প্রদানকারীরা ব্যপকভাবে পিআরএ প্রকল্পের শর্ত প্রদান শুরু করে। সব কিছুর মাঝে ভিজুয়াল পদ্ধতি, যা ব্যপকভাবে গৃহীত হয়েছে, অংশগ্রহণ মূলক মানচিত্র প্রনয়নের বিভিন্ন ধরণ এবং প্রয়োগ- যে গুলো সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে, এই পদ্ধতি সমূহ শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাতেই নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে (ম্যাক্কল- ২০০৬)। মানচিত্র প্রণয়ন কে একক উপকরণ হিসেবে নিয়ে বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপকরণ সমূহ নতুনভাবে বিবিধতায় বিভক্ত এবং সৃষ্টিশীল সংমিশ্রনের তৈরি হয়েছে। মানচিত্র প্রণয়নের মাধ্যম

এবং উপায়, ক্ষনস্থায়ী, কাগজ বা জি.আই.এস, বা অন লাইন মানচিত্র প্রণয়ন যাই হোক না কেন সঞ্চালনের স্টাইল এবং ভাবধারা, যারা অংশগ্রহণ করে, যা অন্তর্ভূক্ত হয়, ফলাফলের প্রকৃতি এবং ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

ছবি- ভাল পরিবর্তনের জন্য অংশগ্রহনমূলক ম্যাপিং: সম্মেলনে রবার্ট চেম্বারস এর উপস্থাপনা

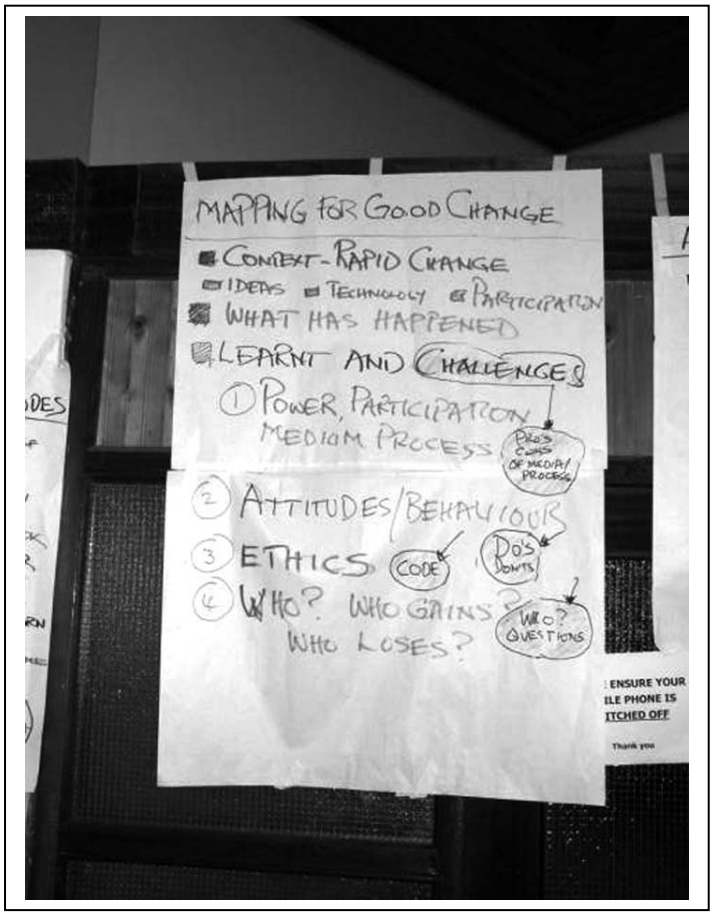

সুষ্ঠু চর্চার লক্ষ্যে প্রারম্ভিক উপায় ঃ

এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মানুষের শারীরিক, জৈবিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বকে জিও রেফারেন্সিং (**Geo-Referencing**) করারক্ষেত্রে অদম্য আগ্রহ তৈরী হয়েছে এবং তথ্য কে জনসাধারনের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে। চমকপ্রদ এই উপায়গুলো (যেমন- গুগুল আর্থ) এখন যাদের ইন্টারনেট বা আধুনিক বিশেষায়িত তথ্য প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে তারা সহজেই পেতে পারে। একই সাথে সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি সেফ গার্ডিং অফ ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ'- এ ইনট্যাঞ্জিবল হেরিটেজ এর তালিকাকরণকে সমর্থন করা হয় এবং যারা জনগণের জ্ঞান ও মূল্যবোধকে জিও রেফারেন্সিং (**Geo-Referencing**) করছে তাদের জন্য নৈতিকতা সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, পি.জি.আই.এস. এর সঠিক অনুশীলনের জন্য যে পথ রয়েছে তা বিভিন্ন জটিল বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত, যেগুলো হচ্ছে ক্ষমতায়ণ, মালিকানা ও সম্ভাব্য বঞ্চনা, এবং এ সংক্রান্ত দ্বান্দ্বিক এবং বহুল আলোচিত বিষয়গুলো দৃষ্টি আকর্ষন করছে এবং এর মাধ্যমেই শেষতক 'কে?' এবং 'কার?' সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হচ্ছে ।

যদি প্রযুক্তির মাধ্যগুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে তাহলে 'কে?'/'কার?' প্রশ্নগুলো বৃহত্তর ক্ষেত্রে পিজিআইএস অনুশীলনে যথোপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ প্রবর্তনে সহায়ক হবে।

যথার্থ অনুশীলন এবং পি.জি.আই.এস. নৈতিকতা সম্পর্কিত গাইডলাইন ঃ

একটি অংশগ্রহণমূলক প্রেক্ষিতে, বিশেষায়িত তথ্য প্রযুক্তি (এসআইটি) কে কমিউনিটি স্তরে এর সদস্য, প্রযুক্তির মাধ্যম (সঞ্চালক, পেশাজীবী এবং কর্মী) এবং গবেষকদ্বারা ব্যবহার করা যেতে পরে। কমিউনিটি স্তরে কমিউনিটি কর্মী, সমাজকর্মী, সামাজিক

বিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সংরক্ষণবাদী এবং এরকম যাদের এসআইটিতে দক্ষতা রয়েছে এবং যারা যেসব লোকের তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে পেশাগত জ্ঞান রয়েছে তাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে পারে, এমন লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়াও এসআইটি কে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত লোকজন, যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বায়ো ফিজিক্যাল এলাকার বৈশিষ্ট্যের মানচিত্র প্রণয়ন সম্পর্কে আগ্রহ রয়েছে এবং যারা সামাজিক এবং প্রতিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞানকান্ডের পেশাজীবীদের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে পারে তাদের দ্বারা কমিউনিটি পর্যায়ে সূচিত করা যায়।

বক্স১: 'কে?' এবং 'কার?' সংক্রান্ত প্রশ্ন সমগ্র (বিভিন্ন সূত্র থেকে)

- **ষ্টেজ ১: পরিকল্পনা**

কে অংশগ্রহণ করে?

কে কে অংশগ্রহণ করবে তা কে নির্ধারন করে?
কার মানচিত্র প্রণয়নে কে অংশগ্রহণ করে?
.....এবং, কে বাইরে থাকে?

কে সমস্যা চিহ্নিত করে?

কার সমস্যা?
কার প্রশ্ন ?
কার দৃষ্টিভঙ্গি?
...এবং কার সমস্যা, প্রশ্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গি বাইরে থাকে?

- **ষ্টেজ ২: মানচিত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া**

কার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়? কে প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে?

কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা কে নির্ধারণ করে?
কি জনগণের সামনে প্রদর্শিত হবে এবং তাদের কাছে তুলে দেওয়া হবে তা কে সিদ্ধান্ত নেয় এবং কার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ ?
কার ভিজুয়াল এবং স্পর্শ গ্রাহ্য সুযোগ আছে?
কে তথ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে?
এবং কে প্রান্তিস্থকীকরণের শিকার?

কার বাস্তবতা? এবং কে বুঝে?

কার বাস্তবতা উন্মোচিত হয়?
কার জ্ঞান, স্বয়ংসম্পূর্ন রীতি, দৃষ্টিভঙ্গি?
কার সত্য এবং যুক্তি?
কার স্পেস এবং সীমানা সংক্রান্ত ধারনার অনুভূতি (যদি থাকে)?
কার (ভিজ্যুয়াল) বিশেষায়িত ভাষা?
কার মানচিত্র লিজেন্ড?
মানচিত্রে কি আছে তা সম্পর্কে কে জ্ঞাত? (স্বচ্ছতা)
কে ভৌত ফলাফল বুঝে ? এবং কে বুঝে না?
এবং কার বাস্তবতা বাদ দেওয়া হয়?

- **ষ্টেজ ৩: তথ্য নিয়ন্ত্রণাধিকার, দৃষ্টিগোচর করন এবং হস্তান্তর**

ফলাফলের মালিকানা কার?
মানচিত্রের মালিকানা কার?
ফলাফলে উল্লেখিত উপাত্তের মালিকানা কার?
যারা তথ্য প্রদান করেছে এবং জ্ঞান ভাগাভাগি করেছে তাঁদের কাছে কি থাকছে?
কার কাছে ভৌত ফলটি থাকে এবং কে তা নিয়মিত নবায়ন করে?

কার বিশ্লেষন এবং ব্যবহার?

সংগৃহিত বিশেষ তথ্য কে বিশ্লেষন করে?
তথ্য গ্রহণে কার অধিকার রয়েছে এবং কেন?
কে এটি ব্যবহার করে বা কেন?
এবং কে এই তথ্য গ্রহণ ও ব্যবহারে অক্ষম?

- **সবশেষে**

কি পরিবর্তিত হয়েছে? পরিবর্তনের ফলে কার ভালো হয়েছে? কার উৎসর্গে?

কার লাভ এবং কার ক্ষতি?
কার ক্ষমতায়ন হয়েছে এবং কার ক্ষমতা কমেছে?

প্রতিটি পেশায় এবং সংস্কৃতিতে নৈতিকতার মাপকাঠি এবং নীতিমালা রয়েছে। যেহেতু পি.জি.আই.এস. কে বহু জ্ঞানকান্ডগত অনুশীলন হিসেবে ধরা হয় তাই এটা বিভিন্ন নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতমিালার মিশ্রনে প্রতিক্রিয়া প্রদান করবে। **যথার্থ অনুশীলনের এই গাইড** এর

উদ্দেশ্য হলো, এটা যথাযথ নৈতিক পছন্দের ক্ষেত্রে যারা পিজিআইএস চর্চা করছেন বা করতে আগ্রহী তাদের জন্য চলমান গাইড লাইন প্রদান করবে। **এই গাইড লাইন সমূহকে অবশ্যই চলমান হতে হবে,** যেহেতু প্রতিটি সংস্কৃতি এবং অবস্থার নিজস্ব নৈতিক অবশ্য পালনীয় বিষয় থাকতে পারে। এটা ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব যেন **যথোপযুক্ত বিচার বিবেচনা** করে পি.জি.আই.এস. এর যথার্থ অনুশীলন হয়। এ প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত নীতিমালা সমূহকে বিবেচনা করা যেতে পারে:

সততা এবং খোলা মন ঃ

সর্ব প্রথমে এটি শুরু হয় এবং সমগ্র প্রক্রিয়াতেই এটা প্রয়োগ করা উচিৎ। পিজিআইএস ব্যবহারকারীদের অবশ্যই ফলাফলের ক্ষেত্রে তার সামর্থ্য ও শক্তির সীমাবদ্ধতার যে প্রভাব রয়েছে সে বিষয়ে স্থানীয় ভাষায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং যখন পিজিআইএস এর সম্ভাব্য সুফল গুলো ব্যাখ্যা করা হয় তখন এটাও জানানো উচিৎ যে সঞ্চালক এবং সঞ্চালকের সংগঠনের সামর্থ্যের বাইরে কোন দাবি করা যাবে না।

উদ্দেশ্য ঃ কোন উদ্দেশ্য ? এবং কার উদ্দেশ্য ?

উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট এবং নিশ্চিত হতে হবে- কেন এই নির্দিষ্ট অনুশীলনে জনগণ সংশ্লিষ্ট হয়েছে? প্রক্রিয়াটি শুরু করার পূর্বেই পিজিআইএস অনুশীলনের লক্ষ্য এবং বিভিন্ন পক্ষসমূহ এই অনুশীলন থেকে কি আশা করতে পারে তা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা উচিত।

ছবি- সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন হলো কে?/ কা'র?

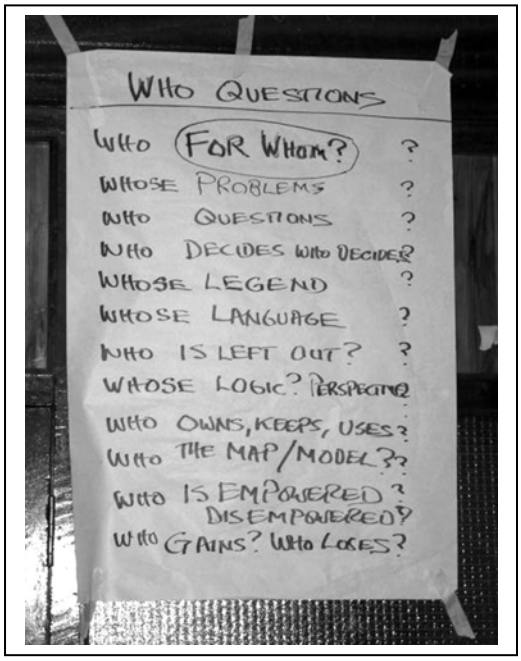

জ্ঞাত ব্যাক্তিদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া ঃ

মানব সংশ্লিষ্ট যে কোন গবেষণাতেই অংশগ্রহণ অবশ্যই স্বেচ্ছায় হতে হবে। অংশগ্রহণ কে স্বতঃস্ফুর্ত করতে হলে অংশগ্রহণ কারীর অবশ্যই জানতে হবে, কী ধরনের মানচিত্র প্রণয়ন হতে যাচ্ছে (উদহারনের মাধ্যমে দেখানো আদর্শ বিবেচিত) মানচিত্রে কি ধরনের তথ্য থাকবে, এবং জনসাধারণের জন্য এই মানচিত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার ফল কি হতে পারে। অংশগ্রহণকারী জনতাকে অবশ্যই অংশগ্রহণে রাজি থাকতে হবে এবং যে কোন সময় বিনা দ্বিধায় চলে যাওয়ার অধিকার থাকতে হবে। প্রথমেই যারা বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত তাদের অনুমতি নিতে হবে।

আপনি যে সামাজিকভাবে স্তরায়িত কমিউনিটি গুলোর সাথে কাজ করেন ব্যপারটি জানাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং আপনার উপস্থিতি যে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয় তা অবহিত করা উচিত ঃ

পিজিআইএস সর্বদাই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সেহেতু বিশেষত যে কমিউনিটিতে কাজ করা হচ্ছে সেখানে কার ক্ষমতায়ন হচ্ছে বা কার ক্ষমতা কমে যাচেছ সে বিষয়ে অনভিপ্রেত ফলাফল হতে পারে। সতর্ক থাকা উচিৎ যে সামাজিকভাবে স্তরায়িত কমিউনিটিগুলোতে অভ্যন্তরীন কর্মকান্ড সমূহ প্রেক্ষিত নির্ভরশীল এবং এগুলো সম্পর্কে কোন ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় না।

কোনভাবে যেন অলীক আশাবাদ তৈরী না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখাঃ

সুবিধাভোগের আকাঙ্খা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন বহিরাগত দ্বারা সঞ্চালিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে সবসময়ই দায়ী করা যায়। যদিও বহিরাগত এটা ব্যাখ্যা করেন যে, তার অনুক্রমন (ফলোআপ) করার কোন সুযোগ নেই বা তার এই আগমনের ফলে স্বল্প কিছু সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন হতে পারে। অত:পর সঞ্চালক এবং কমিউনিটির বাইরের সংগঠনগুলো সম্পর্কে অসন্তুষ্টি এবং মোহমুক্তকরণ প্রক্রিয়া চালাতে হবে। স্থানীয় আশা আকাঙ্খার জন্য অধিকতর পরিসর তৈরি এবং লক্ষ্য সমূহ নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অবাস্তব আকাঙ্খা তৈরির সম্ভাবনা কমানো যায়।

জনগণের সময় নেওয়া সম্পর্কে সুবিবেচনা থাকা ঃ

কিছু পেশাজীবীদের বিশ্বাসের বিপরীতে দরিদ্র জনগনের অল্পকিছু সময় প্রায়শই অত্যন্ত মূল্যবান, বিশেষতঃ বছরের কঠিন সময়গুলোতে (রোপন বা নিড়ানীর সময় কালে)। বহিরাগত ব্যাক্তির সাথে গ্রামীন জনতা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিনয়ী, অতিথি বৎসল এবং সশ্রদ্ধ এবং প্রায় সব সময়ই তারা বুঝতে পারেনা এজন্য তারা কি ত্যাগ স্বীকার করছে। ছোট চাষীদের ক্ষেত্রে তাদের এরকম একটি দিন উৎসর্গ করার মূল্য তাদের কাছে অনেক বেশি।

তাড়াহুড়ো না করা ঃ

এটা স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ যে, অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি সমূহের জন্য সময়ের প্রয়োজন এবং প্রায়শ:ই এটা অত্যন্ত ধীর গতির। তাই এ ক্ষেত্রে সময়কে একটি পরিবর্তনশীল ফ্যাক্টর হিসেবে শিডিউলে রাখা ভালো।

ছবি- সম্মেলনে ব্যবহৃত রবার্ট চের্ম্বাস এর আচরন ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক চার্ট

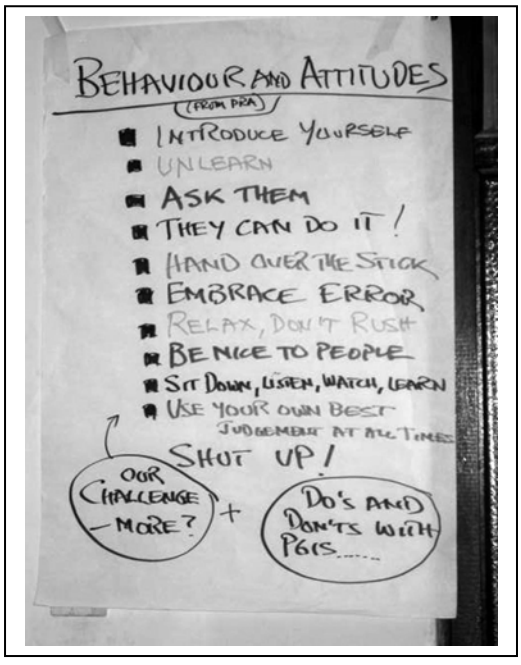

বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিতে সময় এবং সম্পদ বিনিয়োগ করা ঃ

অন্তর্বর্তিক এবং বহিরাগত'র (প্রযুক্তির মাধ্যম) মাঝে বিশ্বাস স্থাপনই হলো যথার্থ পিজিআইএস অনুশীলনের ভিত্তি প্রস্তর।

ছবি- কে? কা'র? প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে নৈতিকতার বিষয় আলোচনা

জনগণকে বিপদাপন্ন না করা ঃ

কোন ত্রিমাত্রিক মডেলে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশের গ্রামবাসীরা যখন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর গোপন অবস্থান চিহ্নিত করে তখন তারা বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার গ্রামবাসীরা তাদের প্রচলিত কাঠ সংগ্রহ করার পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। আইনি পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে এটা তাদেরকে বে-আইনী অবস্থানে নিয়ে গিয়েছে।

নমনীয়তা ঃ

যদিও সুদুরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, তথাপি পূর্বনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং কৌশলসমূহ অন্ধভাবে অনুসরন না করে এবং মানচিত্র প্রণয়ন করার প্রাথমিক লক্ষ্য সমূহের সাথে লেগে থাকা ব্যতীত এই পদ্ধতিটির/ এপ্রোচটির নমনীয়, অভিযোজনশীল এবং পুনঃপৌনিক থাকা প্রয়োজন (অংশগ্রহণ একটি দ্বিমুখী শিক্ষণ প্রক্রিয়া যাতে সংশ্লিষ্ট থাকে 'বিশেষজ্ঞ মহল', বিজ্ঞানী বা বহিরাগত এনজিও, এবং কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ)।

যেসকল বিশেষায়িত তথ্য প্রযুক্তিতে স্থানীয় জনগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পর সহজেই দক্ষতা অর্জন করতে পারে (বা স্থানীয় প্রযুক্তির মাধ্যম সমূহ) সেগুলোকে বিবেচনা করা ঃ

জিআইএস যে ব্যবহার করতেই হবে এমন নয়: বরং এটি একটি ঐচ্ছিক পন্থা। "যদি প্রযুক্তির জটিলতা বাড়ে তাহলে প্রযুক্তি গ্রহণে কমিউনিটির সক্ষমতা কমে" (ফক্স- ২০০৫)। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন; জিআইএস কি এক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজন ? জিআইএস কি এমন কিছু করতে পারবে যা অন্য কোন অংশগ্রহণ মূলক মানচিত্র প্রণয়ন পদ্ধতি করতে পারবে না?

এমন বিশেষায়িত তথ্য প্রযুক্তি নির্বাচন করা যা স্থানীয় প্রতিবেশে মানানসই এবং যা স্থানীয় মানুষের সামর্থ্যের মাঝে রয়েছে ঃ

বিশেষায়িত তথ্যপ্রযুক্তি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন লক্ষ্য থাকে যে, এর উপর স্থানীয় জনগণ (অন্তত যেন কিছু অংশগ্রহণকারী বা কমিউনিটি কর্তৃক নির্বাচিত মাধ্যম) পূর্ণ মাত্রায় সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে পারে।

যদি এই অনুশীলনে সীমানা চিহ্নিত করা কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সীমানা অঙ্কন এড়িয়ে যাওয়া ঃ

সীমানা হতে পারে পরিবর্তনশীল, মৌসুমী, অস্পষ্ট, যুগপৎ সংঘটিত বা চলমান (দেখুন এই সংখ্যায় ম্যাক্কল)। সীমানা বা চৌহদ্দি প্রত্যক্ষকরণ- যদি অংশগ্রহণকারীগণ নির্দিষ্টভাবে সীমানা সম্পর্কিত বিষয়গুলো উল্লেখের ব্যাপারে অনুরোধ না করে- তাহলে পরিসর সংক্রান্ত অনুভুতিতে পরিবর্তন বা পূর্বেকার দ্বন্দ্ব যা এখন নেই তাতে ঘৃতাহুতি হতে পারে।

শুদ্ধত্বের নামে পরিসর সংক্রান্ত স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বিসর্জন না দেওয়াঃ
বিশেষায়িত নির্ভুলতা / শুদ্ধত্ব একটি আপেক্ষিক বিষয় এবং এর মূল্য থাকে তখনই যখন সীমানা বা এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত উপাত্ত প্রয়োজন হয়। প্রায়শ:ই জনতা বিশেষায়িত কোন্ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছে তা যাচাই না করে নির্ভুল পরিমাপের উপর জোর দেওয়া হয়। যেমন- মিটার বা সেন্টিমিটারে অযৌক্তিকভাবে সীমানা পরিমাপের বদলে স্থানীয় প্রথাগত বিভিন্ন অধিক্রমনশীল ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা উচিৎ।

একইকাজ বারবার না করা ঃ
মালওয়ির কিছু গ্রাম (নিঃসন্দেহে যাওয়া যায় এমন) সম্পর্কে বলা হয় যে, এগুলো পি.আর.এ. এর 'কার্পেট-বোমা'য় আক্রান্ত এবং প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে দর্শনার্থীর প্রবেশ এবং আলাপ আলোচনার পূর্বেই এ গ্রামগুলোতে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। এভাবে বারংবার একই গ্রামের মানচিত্র অঙ্কিত হয় এবং দর্শনার্থী একই জিনিস পায়।

কমিউনিটিগুলোতে উত্তেজনা বা সহিংসতার কারণ না হওয়ার ব্যপারে সতর্ক থাকা ঃ
এমন ঘটনাও ঘটে যে, যখন কোন নারী অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে এবং বহিরাগত ব্যাক্তিটি চলে যাওয়ার পর তার স্বামী তাকে নির্যাতন বা মারধর করে। এরকম ঘটনা যে কোন 'নিচু' /অধীনস্ত/ অনগ্রসর কমিউনিটির মাঝে ঘটতে পারে।

স্থানীয় মূল্যবোধ, প্রয়োজন এবং উদ্যোগকে সামনে রাখা ঃ
এমন দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারে যেখানে কার্যক্রমটি গবেষণা প্রচেষ্টাকেই সাহায্য করে কিন্তু কমিউনিটির প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে তা সহায়ক নয়। যদিও ফলাফলের দিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তথাপি এটি সকল 'অংশগ্রহণমূলক' কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব– যেমন প্রয়োজনীয় কাঙ্খিত মানচিত্র, বা ক্ষমতায়ণ বা সামর্থ্য বৃদ্ধিকে উৎসাহ প্রদান। এক্ষেত্রে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি হবে এমন একটি বিকল্প কর্মধারা খুঁজে দেখা যা ঐ কমিউনিটির প্রয়োজনের সাথে সাজুয্যপূর্ণ। স্থানীয় জনগণ এবং তাদের কমিউনিটি সমুহই মূল বা সহযোগী, খরিদ্দার নয়। তাই পিজিআইএস উদ্যোগ সমূহ বাহির থেকে না এসে তাদের কাছ থেকে প্রবহমান হতে হবে। এ কারণেই উদ্দেশ্য স্থির করার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন এবং জরুরি।

বহিরাগতদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য শুধুমাত্র উপাত্ত সংগ্রহ না করে বিশেষায়িত শিক্ষণ ও তথ্য উৎপাদনের বিষয়টিকে উদ্দীপিত করা ঃ
শুধুমাত্র বহিরাগতদের সুবিধার জন্য তথ্য সংগ্রহ বা জোর করে টেনে বের করা থেকে নিরস্ত থাকা উচিৎ। যদি গবেষণাই হয় একমাত্র উদ্দেশ্য তাহলে খোলামনে ও সততার সাথে, অনুমতি নিয়ে, সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত যেন নিজের সাথে সাথে তাদের ও সুবিধে হয়। স্থানীয় জ্ঞানের বানিজ্যিক মূল্য সম্পর্কে এটিই প্রধান বিষয়।

স্থানীয় এবং আদিবাসীদের কৌশলগত ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষায়িত (Spatial) জ্ঞানের উপর দৃষ্টি নিবন্ধকরণ...
...এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় সংস্কৃতি, সমাজ, বিশেষ দর্শন, এবং জীবন যাপন প্রণালী, স্থানীয় সম্পদ, ঝুকি এবং সুযোগ ইত্যাদি খুঁজে বের করা।

স্থানীয় টপোনমির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান...
.... (ভৌগলিক নাম সমূহের অর্থ) অন্তর্বর্তিক এবং বহিরাগতদের মাঝে উপলব্ধি, মলিকানা এবং যোগাযোগ নিশ্চিত করার স্বার্থে ।

মানচিত্র প্রণয়ন এবং মানচিত্রকে একটি উপায় হিসেবে দেখা, সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে নয় ঃ
বিশেষায়িত উপাত্ত এবং মানচিত্র যা কমিউনিটি স্তরে প্রবহমান, তা দীর্ঘস্থায়ী এবং গ্রন্থিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমিক উপাদান, যেখানে তথ্য ব্যবস্থাপনা একটি নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগের মধ্যে সমন্বিত হয়। (যেমন: এডভোকেসি)

প্রকৃত রক্ষণ বা জিম্মাদারীত্ব নিশ্চিত করা ঃ
এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন, অংশগ্রহণমূলক মানচিত্র প্রণয়নের ফলে যে ধরনের ভৌত ফল পাওয়া যায় তা যেন ঐ অংশগ্রহণকারীদের কাছেই থাকে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তা যেন ঐ অংশগ্রহণকারীদের মনোনীত একজন ব্যাক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কাছে সমার্পন করা হয়। স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও যদি ফলাফল তথা মানচিত্রটি নিয়ে যাওয়া হয় তা হবে ক্ষমতায়নের বিপরীত। কমিউনিটির মাধ্যমে যে মানচিত্র প্রণয়ন করা হয় তার প্রতিলিপি তৈরির কাজে গ্রামে অধিক সময় কাটানো, অধিকতর চেষ্টা এবং আরো বেশি ইনপুট এবং অর্থ ব্যয় করার বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট। যথার্থ অনুশীলনের এই শর্ত প্রতিপালন করতে গেলে সময় এবং ব্যায় দু'টোই বৃদ্ধি পায় কিন্তু অন্তত: এটা নিশ্চিত হয় যে, যারা এই বিশেষায়িত তথ্যাবলী প্রদান করেছেন তাদের মেধাস্বত্ব ও চেষ্টাকে কোন ভাবেই বঞ্চিত করা হচ্ছেনা।

মেধাস্বত্বের মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান নিশ্চিত করা ঃ
এই নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন অনেকগুলো, পূর্ণ মানসম্পন্ন মানচিত্র, আকাশ/সেটেলাইট থেকে তোলা ছবি এবং/অথবা ডিজিটাল ডাটাসেটের কপি যেন যারা এই বিশেষায়িত জ্ঞান আলোচনা বা প্রকাশ করেছেন তাদের কাছে থাকে। এক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের কাছ থেকে এই অনুমতি আদায় করে নিতে হবে যেন আপনাকে– প্রযুক্তির মাধ্যম হিসেবে– নির্বাচিত মানচিত্র এবং / অথবা উপাত্ত সংগ্রহে রাখতে দেওয়া হয়।

পুরো প্রক্রিয়াটিতে নতুন নতুন যে সমস্ত পরিস্থিতি তৈরী হবে সেগুলো সর্ম্পকে প্রস্তুত থাকতে হবে ঃ
স্থানীয় জ্ঞানের ভিজুয়ালাইজিং এবং জিও-রেফারেন্সিং এর ফলে মানচিত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে তথ্য দাতা এবং বৃহত্তর জনতার পরিসর বা স্পেস সক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হতে পারে। এহেন পরিবর্তনের ফলে ক্ষমতা–সম্পর্ক ও স্তরে প্রভাব পড়তে পারে, নতুন দ্বন্দ্ব অথবা পুরাতন সুপ্ত দ্বন্দ্বগুলো নতুন করে শুরু হতে পারে। নতুন এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোকাবেলা করার প্রস্তুতি রাখতে হবে।

প্রক্রিয়াটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা ঃ
এর ফলে প্রক্রিয়টির সাথে জড়িত দু'টি পক্ষেরই উপলব্ধি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রশ্ন করুন, তদন্ত করুন এবং ব্যাখ্যা চেয়ে নিন (যেমন ফলাফলে কেন ব্যতিক্রম ঘটেছে বা ফলাফল কেন সুষ্ঠু হয়েছে?)।

মানচিত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফলটি যেন সকল পক্ষেরই বোধগম্য হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা ঃ
মানচিত্রটি যে ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয় তার শব্দকোষই হলো মূল। এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন মানচিত্রের ব্যাখ্যাটি সঞ্চালক এবং তথ্যাদাতার আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই তৈরি হয়।

এটা নিশ্চিত করা, ঐতিহ্যগত জ্ঞান'র (টিকে) সুরক্ষা বা মেধাস্বত্ত্বটি প্রথাগতভাবে যারা ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ধারক নয় তাদেরকে যেন কোনভাবেই না দেওয়া হয়ঃ
বিশেষায়িত তথ্যের গোপনীয়তা কেন প্রয়োজন তা পূর্বেই বিবেচনা করতে হবে। মানচিত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যে সকল বিশেষায়িত উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে তা কিভাবে ব্যবহার, সংরক্ষণ, হস্তান্তর বা প্রকাশ করতে হবে সে ব্যাপারে তথ্য দাতার সাথে পরামর্শ করতে হবে। উপাত্ত রক্ষনাবেক্ষণের বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বেই কাঙ্খিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে ঐতিহ্যগত জ্ঞান (টিকে) সংরক্ষণের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অথবা ঐতিহ্যগত জ্ঞান'র সুষ্ঠু স্বত্ত্ব তৈরি করতে হবে যেন ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ধারকগণের এমন ক্ষমতায়ন হয় যেন তারা এটির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করতে পারে ঃ
কোন কোন দেশে "*স্যুই জেনেরিস*" আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেন ঐতিহ্যগত জ্ঞান যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবপর হয়। ঐতিহ্যগত জ্ঞান দাতা এবং গ্রহীতা যেন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উপনীত হতে পারে এবং/অথবা বর্তমান মেধাস্বত্ত্ব ব্যবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে (**ডব্লিওআইপিও, ২০০৬**)।

জবরদস্তিমূলকভাবে জনতার উচ্ছেদের দিকটিকে যেন সমর্থন না করা হয় ঃ
কোন এলাকার লোকজনদের কাছে এমন বিশেষায়িত জ্ঞানের মানচিত্র প্রণয়ন করা উচিত নয় যার ফলে ঐ এলাকার জনগন উচ্ছেদের শিকার হতে পারে। প্রায়শঃই এমন এলাকা পাওয়া যায় যেগুলোকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে যেন ঐ এলাকায় কোন মানব বসতি না থাকে, এমন কাজ না করা উচিত যেন ঐসব এলাকায় বসতি উচ্ছেদের বিষয়টিকে সমর্থন করা হয়।

তথ্যদাতার ঋন স্বীকার করে নেওয়া ঃ
যদি তথ্য দাতার নিরাপত্তার দিকটি লঙ্ঘিত না হয় তাহলে যে মানচিত্র বা উপাত্ত প্রণয়ন করা হয় সেখানে তথ্য দাতার ঋণ স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ।

প্রণীত মানচিত্রের পুণঃ পুণঃ বিশ্লেষণ ও পঠন ঃ
প্রণীত মানচিত্র কখনোই সর্বশেষ বা স্থবির কোন বিষয় নয়। এগুলো যেহেতু প্রস্তর নির্মিত নয় তাই এগুলোর পুণঃ নিরীক্ষণ, হালনাগাদ করণ এবং উৎকর্ষ বিধান করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক জরিপ নির্দেশাবলী যেমন এএএ নীতিমালা পরীক্ষণ .....

..... যা আমাদের নৃবিজ্ঞানীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যারা শুধু তথ্যের সত্যাসত্যের বিষয়টির জন্যই দায়ী নয় বরঞ্চ ঐ সমস্ত সাংস্কৃতিক তথ্যের সামাজিক–সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্যেও দায়ী।

জিআইএস নীতিমালা বিবেচনায় রাখা ঃ

জিআইএস সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য এটা সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দিয়ে থাকে । দেখুন ঃ www.gisci.org/code_of_ethics.htm.

চুক্তিপত্র আলোচনার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট/ অনিষ্পত্তিযোগ্য (non-negotiable) শর্তাবলী ঃ

গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে উপরে উল্লেখিত নির্দেশাবলীর কয়েকটি নির্ভর করে সঞ্চালকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরনের উপর। অন্যান্য নির্দেশাবলীর গুরুত্ব নির্ভর করে অর্থ, মানব সম্পদ এবং সময়ের উপর। অন্যান্য পূর্বশর্তগুলো যথাযথ অনুশীলনের লক্ষ্যে কোন প্রকল্প ডিজাইনের ধারণাপত্র তৈরির সময়কালে এবং চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে গৃহীত হওয়া উচিৎ।

সুনির্দিষ্ট/অনিষ্পত্তিযোগ্য শর্তাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মত রয়েছে । একটি অবস্থান থেকে বলা হয় যে, কোন ধরনের সুনির্দিষ্ট/অনিষ্পত্তিযোগ্য শর্তাবলী থাকা উচিত **নয়**, বরঞ্চ প্রতিটি প্রেক্ষিতে খাপখাওয়ানোর জন্যেই গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন নীতিমালা থাকা উচিৎ। বহুল সমর্থিত অবস্থান থেকে বলা হয় যে- **কিছু শর্তাবলী এতই সাধারণ** যে, তা যখন ক্ষমতাসীন–স্বার্থকে প্রভাবান্বিত করে, তখন আলাপ–আলোচনাকারী দু'পক্ষেরই হাত এবং ইচ্ছাকে শক্তিশালী করার জন্য **সুনির্দিষ্ট/অনিষ্পত্তিযোগ্য শর্তাবলী থাকা প্রয়োজন।** এ সমস্ত অবস্থানের কথা মনে রেখে নিম্নে কিছু সুনির্দিষ্ট/অনিষ্পত্তিযোগ্য শর্তাবলী উপস্থাপন করা হলো, যেগুলো কোন দাতা এবং প্রদায়ক সংস্থার মাঝে যদি কোন চুক্তিকৃত প্রকল্পে পিজিআইএস উপকরণ থাকে সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। অত:পর এই শর্তাবলী যেন কোন উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্রে গৃহীত হয় ঃ

- ❖ সঞ্চালকদের প্রশিক্ষণের সময় যেন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ, পিজিআইএস নীতিমালা এবং বিশ্বাস তৈরি সংক্রান্ত পঠন পাঠন অন্তর্ভূক্ত থাকে।
- ❖ পিজিআইএস প্রকল্পগুলোকে কোন নির্দিষ্ট সময় সীমার মাঝে আবদ্ধ করা উচিৎ নয় যদি না এই প্রকল্পের বিস্তার এবং কভারেজ ভালনারেবল/অরক্ষিত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ পিজিআইএস অনুশীলন বাস্তবায়নযোগ্য সীমার মাঝে থাকা উচিৎ এবং প্রকৃত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন সীমার বা গতির বাইরে যেন না হয়।
- ❖ অংশগ্রহণকারীদের পুরো বিষয়টি অবগত করে গবেষণা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ডগুলো অবশ্যই সম্মতি নিয়ে করা উচিত।

শেষকথা

প্রাক্ এবং মধ্য ১৯৯০'র দশকের সময়ে একটি বিতর্কের উপর (টার্নবুল,১৯৮৯; বন্ডি এবং ডমুস, ১৯৯২ (একজন নারীবাদী তার্কিক); উড, ১৯৯২; রান্ডস্টর্ম, ১৯৯৫; NCGIA Varenius, 1996; ডান, ১৯৯৭; এ্যাবট, ১৯৯৮) ভিত্তি করে রচিত। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ এবং কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে বিশেষায়িত তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে এই বিতর্ক আরো জটিল হয়ে পড়েছে। ম্যাপিং ফর চেঞ্জ কনভেনশনে (আইআইআরআর, ২০০৬) বাস্তবিক নীতিমালা এবং পিজিআইএস চর্চার নির্দেশাবলীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্ভুত হয়। ২০০৫ এর সেপ্টেম্বরে নাইরোবিতে যেখানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখান থেকে পিজিআইএস নীতিমালা সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহকে সাইবার স্পেসে আপলোড করা হয় এবং ওপেন ফোরাম অন পার্টিসিপেটরী জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম্স এন্ড টেকনোলোজিস (www.PPgis.net) এর মাধ্যমে পেশাজীবীদের অধিকতর বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং মন্তব্যগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন এবং বিবেচনা করে এই প্রবন্ধে যে নির্দেশাবলী উপস্থাপিত হয়েছে তাতে যথার্থ প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

যেসকল ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান পিজিআইএস এর চর্চা করেন মানচিত্র, এসআইটি, এবং আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষমতা তাদের কে আরো বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানায়। বিখ্যাত অনুসন্ধানী, প্রতিবেশবিদ, চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারী এবং গবেষক জ্যাক-ইভস কস্টা এভাবেই বলেছেন ঃ "যথার্থ নীতিমালা না থাকাকে এমন বলা যায় যে, আমরা সবাই চালক বিহীন, ক্রমশ গতিশীল একটি ট্রাকের যাত্রী, যারা জানিনা, কোথায় যাচ্ছি।"